## সাতদিন

**৬ সেপ্টেম্বর :** তেলের মূল্য বৃদ্ধি : প্রতিবাদের ঝড়।

শুক্র-শনি সাপ্তাহিক ছুটি। অফিস সময় ৯টা-৫টা।

**৭ সেপ্টেম্বর :** গুরুতর অপরাধে র‍্যাব সদস্যদের সর্বোচ্চ শাস্তি যাবজ্জীবন কারাদন্ড।

ত্রিদেশীয় পাইপলাইন ও বাংলাদেশের তিন শর্ত। বাংলাদেশ ও ভারতের আলোচনা চলবে।

**৮ সেপ্টেম্বর :** ৮ম জাতীয় সংসদের ১৮তম অধিবেশন শুরু।

মানব উন্নয়ন সূচকে বাংলাদেশ এগিয়েছে। ইউএনডিপি'র ২০০৫ সালের মানব উন্নয়ন প্রতিবেদনে এ তথ্য প্রকাশ হয়েছে।

**৯ সেপ্টেম্বর :** ২ জঙ্গি ঘাঁটি থেকে হাজার বোমা-বিস্ফোরক উদ্ধার। ইত্তেফাকে মেশিন অপারেটর কামাল রহস্যজনক খুন।

**১০ সেপ্টেম্বর :** নাইক্ষ্যংছড়িতে ৪টি মেশিনগান ও ৮টি একে-৪৭সহ বিপুল গুলি ও সরঞ্জাম উদ্ধার।

নারায়ণগঞ্জে ক্রসফায়ারে কৃষক লীগ নেতা সন্ত্রাসী টাওয়ার সেলিম নিহত।

**১১ সেপ্টেম্বর :** রাজধানীতে আরো জঙ্গি ঘাঁটির সন্ধান মিলেছে। গা-ঢাকা দিচ্ছে জঙ্গিরা। রাজধানীতে ৭ জঙ্গি গ্রেপ্তার।

সংসদে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও বিচারকদের বেতন বাড়ার বিল উত্থাপন।

**১২ সেপ্টেম্বর :** বোমা সন্ত্রাস বন্ধে নতুন আইনে মৃত্যুদন্ড হতে পারে।

# সরকারি ছুটি দু'দিন প্রশ্নবিদ্ধ সিদ্ধান্ত

**খোন্দকার তাজউদ্দিন**

সব জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার সাপ্তাহিক ছুটি দু'দিন করেছে। এর ফলে সব সরকারি-আধা-সরকারি অফিস, স্বায়ত্তশাসিত ও আধা-স্বায়ত্তশাসিত সংস্থায় সপ্তাহের শুক্র ও শনিবার সরকারি ছুটি থাকবে। অফিস সময় নির্ধারণ করা হয়েছে সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত। জ্বালানি তেলের মূল্য বেড়ে যাওয়ায় পরিবহন খরচ কমানোর জন্য সরকার এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সরকার যুক্তি দেখিয়েছে, এতে তেলের পাশাপাশি পানি ও বিদ্যুৎ খরচ কম হবে। বাস্তবে কতোটা কম হবে তা প্রশ্নসাপেক্ষ। প্রকাশ্যে সরকারের সাশ্রয়ের কথা বললেও এভাবে ছুটির পেছনে সরকারি কর্মচারীদের খুশি করার একটি উদ্দেশ্য। বিগত আওয়ামী লীগ সরকার ৩ বছর ক্ষমতায় থাকার পর একই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। জোট সরকার ক্ষমতায় এসে তা বাতিল করে দেয়।

অন্যদিকে বহির্বিশ্বে সরকারি ছুটি শনি ও রবিবার। ফলে বিশ্বের সঙ্গে বাণিজ্য করতে গিয়ে বাংলাদেশ সময় পাচ্ছে সপ্তাহে মাত্র ৪ দিন। যে কারণে দেশের সব ব্যবসায়ী সংগঠন সরকারের এ সিদ্ধান্তকে অযৌক্তিক ও আত্মঘাতী বলে মনে করেছে। ব্যবসায়ী সংগঠনগুলোর দাবি, আন্তর্জাতিক অঙ্গনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে রোববার ছুটি ঘোষণা করা হোক।

জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধির কারণে সরকার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তাতে শিল্পপতি থেকে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী পর্যন্ত সবাই ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। তবে এর আগে আওয়ামী লীগ সরকারের সময় যখন একই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল, তখন ব্যবসায়ী সমাজ পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়েছিল। সরকারের বিশ্বাস, এবারও সে রকমই হবে। সরকারের এ সিদ্ধান্তের প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলে এফবিসিসিআইর সাবেক সভাপতি আব্দুল আওয়াল মিন্টু সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'সরকার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে তাতে জ্বালানি তেলের মূল্য সাশ্রয় হলেও অর্থনীতির ব্যাপক ক্ষতি হবে। মাথাব্যথা হলে মাথা কেটে ফেলতে হবে এমন কোনো কথা নেই।'

অন্যদিকে সপ্তাহের বৃহস্পতিবার পূর্ণ কার্যদিবস করা হলেও অফিস-আদালতের কর্মচারীরা অর্ধদিবস কাজের পর বেরিয়ে গেছে। এ অবস্থা চলতে থাকলে সরকারের সিদ্ধান্ত অচিরেই মুখ থুবড়ে পড়বে।

# এবার বাঁশের বেড়া দেবে ভারত

**মামুন রহমান**

চোরাচালান ও অনুপ্রবেশ রোধ এবং দেশের নিরাপত্তার স্বার্থে আর কাঁটাতার নয়, বাংলাদেশ সীমান্তে বাঁশের বেড়া দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ভারত। তবে এ বাঁশ সাধারণ কোনো বাঁশ নয়, কাঁটাওয়ালা বাঁশ। আর এ প্রকল্প সম্পন্ন হলে নাকি কাঁটাতারের বেড়ার চেয়েও সুফল পাওয়া যাবে। বাঁশ লাগানোর বছর চারেকের মধ্যে অবৈধভাবে সীমান্ত অতিক্রম করা দুরূহ হয়ে পড়বে। ভারতের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের ধারণা, কোটি কোটি রুপি খরচ করে সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণ করে যে ফল পাওয়া গেছে, তার চেয়ে অনেক কম খরচ করে বেশি সুফল পাওয়া যাবে। আর সে কারণেই কেন্দ্রীয় সরকারও বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে দেখছে।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা নিশ্চিত ও চোরাচালান রোধ করতে ভারত সরকার বাংলাদেশ সীমান্তে নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করে। বিএসএফের লোকবল বৃদ্ধি, প্রহরা জোরদার, পর্যবেক্ষণ টাওয়ার নির্মাণ, উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন সার্চলাইট ব্যবহার এবং ঘন ঘন প্রহরাচৌকি নির্মাণ অন্যতম। কিন্তু এরপরও চোরাচালান বন্ধসহ অবৈধ যাতায়াত বন্ধ না হওয়ায় ভারত সরকার তাদের সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। কোটি কোটি টাকা খরচ করে যা তারা কার্যকরও করেছে। কিন্তু তাও খুব বেশি সুফল বয়ে আনতে পারেনি। বন্ধ হয়নি চোরাচালান ও অবৈধ যাতায়াত। যখন সীমান্তে শুধু বিএসএফ প্রহরায় থাকতো, তখন যে পরিমাণ চোরাচালান হতো এখন তার চেয়ে কয়েক গুণ বেশি হচ্ছে। ২০০০-এর অনুসন্ধানে জানা যায়, আগে ওপার থেকে সাধারণত চিনি, লবণ, শাড়িসহ নিম্নমানের জিনিস আসতো। আর এখন নিরাপত্তার পেছনে কোটি কোটি ঢাকা খরচ করে নিরাপত্তা জোরদার করার পর আসছে যানবাহন পর্যন্ত। সেই সঙ্গে এর মাত্রা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। কোথাও নিরাপত্তা রক্ষীদের চোখ ফাঁকি দিয়ে, আবার কোথাও তাদের সঙ্গে আপস করে কাঁটাতারের বেড়া কেটে চোরাচালানিরা নিয়ে আসছে কোটি কোটি টাকার পণ্য। সেই সঙ্গে অবাধে যাতায়াত করছে সাধারণ মানুষ থেকে শীর্ষ সন্ত্রাসী ও দুর্বৃত্তরা পর্যন্ত। আর সে কারণেই ভারত সরকার সীমান্ত নিরাপত্তা আরো কীভাবে জোরদার করা যায়, সে বিষয়টি নিয়ে দীর্ঘদিন থেকেই ভাবছিলো।

গত ১৭ আগস্ট বাংলাদেশে ৬৩টি জেলায় একযোগে নজিরবিহীন সিরিজ বোমা হামলার পর বিষয়টি আরো গুরুত্ব পায়। আবার আলোচনায় চলে আসে বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকায় নিরাপত্তা আরো জোরদার করার প্রসঙ্গটি। ওপারের প্রচার মাধ্যমগুলোর সূত্রে জানা গেছে, বাংলাদেশে ভয়াবহ বোমা হামলার পর ভারত সরকার তাদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার পাশাপাশি গোটা সীমান্ত এলাকায় নিরাপত্তাব্যূহ তৈরি করতে কাঁটাযুক্ত বাঁশের বেড়া দেয়ার চিন্তা-ভাবনা করছে। কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ও সে ধরনের পরামর্শ দিয়েছে। এ প্রজাতির বাঁশের বিশেষ দিকটি হলো- এর শরীর কাঁটাযুক্ত এবং দ্রুত বর্ধনশীল। একেকটি বাঁশের উচ্চতা প্রায় ৪০ থেকে ৪৫ ফুট। রোপণের পর প্রতিটি বাঁশ থেকে কমপক্ষে ৫টি করে নতুন বাঁশ গজায়। যা ঘনত্ব সৃষ্টি করে। সূত্রমতে, ভারত সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ৪ ফুট পরপর ঐ বাঁশ লাগানো হবে। ফাঁকা স্থান নতুন গজানো বাঁশে ভরে যাবে ৪ বছরের মধ্যে। শুধু তাই নয়, এ সময়ের মধ্যে গোটা সীমান্ত এলাকায় তৈরি হয়ে যাবে বিশাল নিরাপত্তা বেষ্টনি। যা টপকে বা ভেদ করে ওপারে প্রবেশ করা হয়ে পড়বে প্রায় অসম্ভব। বাঁশ লাগানো হবে ৩টি সারিতে। এ জন্য প্রতি কিলোমিটারে খরচ হবে পঁচাত্তর হাজার টাকা। যা কাঁটাতারের বেড়া দেয়ার চেয়ে অনেক কম। সূত্রমতে, কাঁটাযুক্ত এ বাঁশটি বেশি পাওয়া যায় আসাম এলাকায়। পশ্চিমবঙ্গে এ বাঁশ মেহোর বাঁশ হিসেবে পরিচিত। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে এ বছরই এ বাঁশ দিয়ে বেড়া নির্মাণের কাজ শুরু হতে পারে।

# বিএসএফের মদদে আখাউড়া সীমান্তে বাংলাদেশী হত্যা

ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী কর্তৃক বাংলাদেশী নাগরিক হত্যা অব্যাহত রয়েছে। সীমান্তবর্তী প্রায় প্রতিটি অঞ্চলে নিয়মিত বাংলাদেশী নাগরিক হত্যা অনেকটা নিয়মেই পরিণত করে ফেলেছে বিএসএফ। ২০০০ সাল থেকে এ পর্যন্ত বিএসএফের হাতে সীমান্ত অঞ্চলে অন্তত ৪২০ জন বাংলাদেশী নিহত হয়েছে। এই হত্যাযজ্ঞের ধারাবাহিকতায় গত ৯ সেপ্টেম্বর আখাউড়া সীমান্তে তিনজন বাংলাদেশী হত্যার মধ্য দিয়ে বিএসএফের কিলিং মিশনের নগ্ন চরিত্র আবারও উন্মোচিত হলো। বাংলাদেশী নাগরিক হত্যার পর বিডিআরের সঙ্গে ফ্ল্যাগ মিটিং করে। লাশ ফেরত দেয়া এ যেন নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। এহেন ভারতীয় আগ্রাসী মনোভাবের কারণে সীমান্তবর্তী বাংলাদেশীরা সব সময় উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় দিন কাটায়। আখাউড়ায় নিহত মোজাম্মেল হক ভূঞা, রাজ্জাক ও মোঃ আলমকে বিএসএফ ধরে নিয়ে গিয়ে ত্রিপুরা রাজ্যের সীমান্তবর্তী গাঙ্গাইল গ্রামের লোকজনের হাতে তুলে দেয়। গ্রামবাসী তাদের মারধরের পর ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে ও পরে গুলি করে হত্যা করে। বিএসএফ এখন সরাসরি হত্যা না করে এ ধরনের কৌশলে হত্যার পথ অবলম্বন করছে। অথচ এটি কোনো সভ্য দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর কর্মকান্ড হতে পারে না। অস্ত্রের ব্যবহার সন্ত্রাসী আচরণের বহিঃপ্রকাশ। বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কে সম্প্রীতি বয়ে আনবে না কখনোই।

গোটা সীমান্ত এলাকায় নিরাপত্তাব্যূহ তৈরি করতে কাঁটাযুক্ত বাঁশের বেড়া দেয়ার চিন্তা-ভাবনা করছে। এ প্রজাতির বাঁশের বিশেষ দিকটি হলো- এর শরীর কাঁটাযুক্ত এবং দ্রুত বর্ধনশীল। একেকটি বাঁশের উচ্চতা প্রায় ৪০ থেকে ৪৫ ফুট। রোপণের পর প্রতিটি বাঁশ থেকে কমপক্ষে ৫টি করে নতুন বাঁশ গজায়। যা ঘনত্ব সৃষ্টি করে। ফাঁকা স্থান নতুন গজানো বাঁশে ভরে যাবে ৪ বছরের মধ্যে...

সেফওয়ে

**সুস্থ খাসির মাংস**

খাসি ভেবে বকরীর মাংস L\‡"Qb না তো? বিয়ে, জন্মদিন কিংবা অন্য যে কোনো অনুষ্ঠানের জন্য আমরা নিজস্ব খামারে, আধুনিক পরিচর্যায় বেড়ে ওঠা সুস্থ খাসির মাংস সরবরাহ করে থাকি। নিশ্চয়তা রয়েছে স্বাস্থ্যসম্মত মাংসের। প্রয়োজনে আপনার সামনে জবাই করে দেয়া হবে।

**ব্ল্যাক বেঙ্গল গোট ফার্ম**
**ফোন : ৯১১৩৭৭১**

খুলনা

# সিএমএমইউ'র ৬০ লাখ টাকা হরিলুট

রিভাইজড বিল করে জনগণের ৬০ লাখ টাকা হরিলুটের ব্যবস্থা প্রায় সম্পন্ন করে ফেলেছে খুলনা কনস্ট্রাকশন ম্যাটেরিয়াল মেইনটেনান্স ইউনিট (সিএমএমইউ)।

অনুসন্ধানে জানা যায়, সিএমএমইউ ২০০৪ সালের প্রথম দিকে খুলনা জেলাধীন ফুলতলা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স নির্মাণ কাজ শুরু করে। নির্মাণ কাজ পান ফুলতলার স্থানীয় ঠিকাদার আব্দুল মতিন। তার কাছ থেকে কাজটি কিনে নেয় মেসার্স আনিস অ্যান্ড কোং। ২ কোটি ১৩ লাখ টাকা ব্যয় সাপেক্ষে এই নির্মাণ কাজ মাসখানেক আগে শেষ হয়েছে। কাজ শেষ হবার কিছুদিন আগে ঠিকাদার কাজ শেষ করতে অতিরিক্ত ৬০ লাখ টাকা ব্যয় হয়েছে বলে সিএমএমইউ খুলনার একটি রিভাইজড অ্যাস্টিমেট দাখিল করে এবং ২ কোটি ৭৩ লাখ টাকা পরিশোধের আবেদন করে। ইতিমধ্যে এই ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান দেড় কোটি টাকারও বেশি অন্তর্বর্তীকালীন বিল তুলে নেয়। তাদের রিভাইজড অ্যাস্টিমেট স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে সময়মতো পাঠিয়েছে খুলনা সিএমএমইউ। মন্ত্রণালয় সেটি পেয়ে অন্যান্য স্থানের তুলনায় অতিরিক্ত বিল দাবি করা হচ্ছে বুঝতে পেরে তদন্ত করার সিদ্ধান্ত নেয়। এ ব্যাপারে ১২ জুলাই সংশ্লিষ্ট বিভাগের একটি টিম তদন্ত করতে আসে। তদন্ত টিমকে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান ও নির্বাহী প্রকৌশলী যৌথভাবে কিছু প্যাকেজ কর্মসূচির মাধ্যমে 'ম্যানেজ' করেন। ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান আনিস অ্যান্ড কোং-এর ম্যানেজার জানান, আমরা বিষয়টি দেড় বছর আগেই বর্ধিত খরচ হবে বলে মন্ত্রণালয়কে জানিয়েছিলাম।

নির্বাহী প্রকৌশলী গোলাম হায়দার ফারুক সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, এ নিয়ে আপনাদের এতো মাথা ব্যথার কারণ কি? সব বিলেই রিভাইজড অ্যাস্টিমেট হয়। এখানেও হয়েছে, এটা টেকনিক্যাল ব্যাপার। এ জন্য বিশেষজ্ঞ আছে। আপনাদের বুঝতে হবে না।

**শুভ্র শচীন,** *খুলনা থেকে*

# ট্রাফিকের হাতে পেরেক

ঢাকার রাস্তায় ট্রাফিক পুলিশদের হাতে ইদানীং লাঠির বদলে অদ্ভুত সব জিনিস দেখা যাচ্ছে। কখনো চিকন বাস, কঞ্চি, গাছের ডাল, ছাতা কিংবা mPv‡j v পেরেক। বিষয়টি চোখে পড়ার মতো। শাহবাগ মোড়ে দাঁড়ানো ট্রাফিক পুলিশ আঃ সাত্তারের হাতে একটি বেত দেখতে পেয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো বেত তো স্কুলের টিচাররা ব্যবহার করেন, আপনারা কেন? তিনি হেসে উত্তর দিলেন, যার সার সংক্ষেপ হলো- ঢাকায় আধুনিক সিগন্যাল লাইট লাগানোর পর কর্তৃপক্ষের ধারণা হয়েছিল এখন আর ট্রাফিক কন্ট্রোলের জন্য লাঠির দরকার হবে না। তাই তারা লাঠি সরবারহ বন্ধ করে দিল। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, নতুন সিগন্যালেও লাঠির প্রয়োজন হচ্ছে। তাই ট্রাফিক পুলিশরা পুরনো লাঠিগুলোর ব্যবহার অব্যাহত রাখল। কিন্তু ভেঙে বা হারিয়ে গেলে নতুন আরেকটি পাবার সুযোগ না থাকায় নিজেরাই বেত বা অন্য কিছু কিনে নিচ্ছেন। কেউ কেউ গাছের ডাল বা বাঁশ কেটে নিচ্ছেন। এ বিষয়ে ট্রাফিক পুলিশরা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করলে তারা দাঙ্গা পুলিশের ব্যবহৃত কিছু পুরনো লাঠি সংগ্রহ করে। কিন্তু এর পরিমাণ খুবই কম।

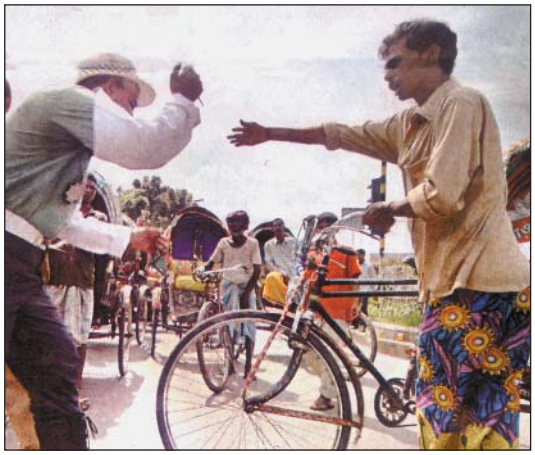

*নগরীতে এমন দৃশ্য সহসাই চোখে পড়ে*

এদিকে লাঠি ছাড়া ঢাকার রাস্তায় ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ করা একেবারেই অসম্ভব একটি বিষয়। রিকশা চলে এমন রাস্তা নিয়ন্ত্রণের জন্য অনেক ট্রাফিক পুলিশ লোহার বা স্টিলের শিক ব্যবহার করে, যা দিয়ে রিকশার টায়ার ফুটো করে দেয়া যায়। এগুলোও পুলিশ সংগ্রহ করতে হয়। কর্তৃপক্ষ সরবরাহ করে না।

রাতের বেলায় ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণের জন্য যে স্টিক লাইট ও চেস্ট বেল্ট দেওয়ার কথা, তাও অপ্রতুল। বাংলামোটর মোড়ে দাঁড়ানো ট্রাফিক পুলিশ রফিক জানান, ২ বছর ধরে ট্রাফিক পুলিশের যন্ত্রপাতি ক্রয় বন্ধ রয়েছে। অথচ এ ২ বছরে পুলিশের সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে।

এ বিষয়ে ঢাকা মেট্রোপলিটন ট্রাফিক পুলিশ হেড কোয়ার্টারে ফোনে যোগাযোগ করে দায়িত্বশীল কাউকে পায়নি সাপ্তাহিক ২০০০ -এর রিপোর্টার।

**মাহমুদ রাজু**

# আদিবাসীদের নিয়ে দিনব্যাপী কর্মশালা

'আদিবাসীর ভূমি-অধিকার : প্রসঙ্গ মধুপুর গড় এবং আদিবাসীর উন্নয়নে দাতাদের অবস্থান' শীর্ষক দিনব্যাপী কর্মশালা গত ১১ সেপ্টেম্বর বিয়াম ভবনের কর্ণফুলী মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। গবেষণা ও উন্নয়ন কালেকটিভ (আরডিসি), দৈনিক সমকাল এবং অ্যাকশন এইড বাংলাদেশের উদ্যোগে এ কর্মশালাটি অনুষ্ঠিত হয়।

কর্মশালায় অ্যাকশন এইডের ডাইভার্সিটি এ্যান্ড সিটিজেনশিপ টিম লিডার মনজুর রশীদ, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের সভাপতি জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা, ড. আবদুর রাজ্জাক এমপি, প্রফেসর ডালেম চন্দ্র বর্মণ, দৈনিক সমকালের সম্পাদক গোলাম সারওয়ার, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপমন্ত্রী মণিস্বপন দেওয়ান এমপি, সাবেক যুগ্ম সচিব জুলফিকার আলী, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের সাধারণ সম্পাদক সঞ্জীব দ্রংসহ অনেকে উপস্থিত ছিলেন।

কর্মশালার মডারেটরের দায়িত্ব পালন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মেসবাহ কামাল। কর্মশালায় বক্তরা সংবিধানে আদিবাসীদের অধিকার সন্নিবেশ করার আহ্বান জানান।